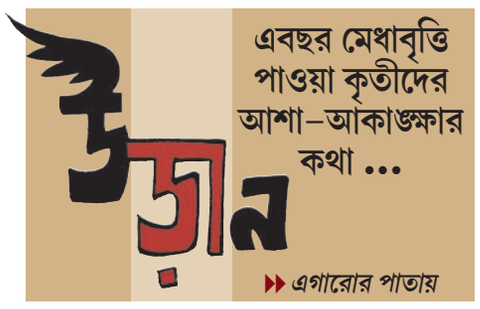

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

২৭ আষাঢ় ১৪২৫ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 12 July 2018 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

জমি মাফিয়াচক্রে পুলিশ জড়িত : মুখ্যমন্ত্রী

‘কত টাকা প্রয়োজন হয় একজন লোকের’

ভাস্কর বাগচী ● শিলিগুড়ি

১১ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে এখন কোনো নির্বাচনেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেমন কোনো উদ্‌বেগ থাকে না। কোথাও বিরোধীদের ভোট বাড়ে, কোথাও তৃণমূলের ভোট কমে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন তা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এতদিন পর্যন্ত তৃণমূল নেত্রীর উদ্‌বেগ ছিল দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে। রাজনীতির সাধারণ প্রবণতা হল দল ক্ষমতায় এলে বেনোজল বাড়ে এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে ক্ষমতার স্বাদ পেতে কোন্দল শুরু হয়। তৃণমূলও তার ব্যতিক্রম নয়। এ ব্যাপারে তিনি বারবার দলীয় সভায় সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সতর্কবার্তা যে দলের সব নেতা ও কর্মীর কান পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা বলা যাবে না। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্‌বেগ হল দুর্নীতি ও জমি মাফিয়াদের ওই চক্রে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশ যুক্ত হয়ে পড়ছে। উত্তরবঙ্গেও তার প্রকোপ কম নয়। সেই কারণে এবারের উত্তরবঙ্গ সফরে তিনি সুযোগ পেলেই জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথা থেকে স্পষ্ট, এ ব্যাপারে তিনি গোটা রাজ্যেই বার্তা দিতে চেয়েছেন। বুধবার উত্তরকন্যায় এক বৈঠকে দৃশ্যতই ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কত টাকা লাগে একজনের জীবনে? কী খাবেন? সেদ্ধ-ভাত, ডাল-ভাত, মাছ-ভাত, মাংস-ভাত? না হয় বিরিয়ানিই খেলেন। তাতে কত টাকার প্রয়োজন হয় মানুষের?’ এরপর তিনি জানিয়ে দেন, ‘মানুষকে ঠকিয়ে সরকারি, বেসরকারি জমি হাতিয়ে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন কখনোই বরদাস্ত করা হবে না।’ আলিপুরদুয়ার জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে এভাবেই জমি মাফিয়াদের বার্তা দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তা থেকে স্পষ্ট এই চক্রে পুলিশ-প্রশাসন এবং জেলার সাধারণ প্রশাসনের একাংশ এর সঙ্গে জড়িত। এদিন তিনি এই ঘটনার মোকাবিলায় অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চকে আরও সক্রিয় করার জন্য রাজ্য পুলিশের উপদেষ্টা সুরজিৎ করপুরকায়স্থকে নির্দেশ দেন।

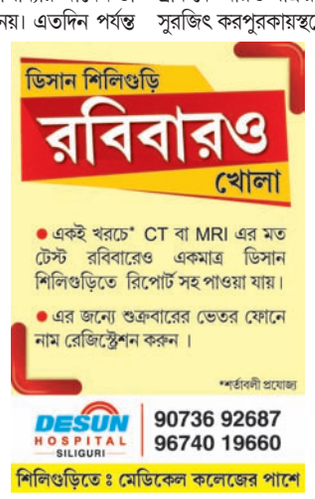

সোমবার উত্তরকন্যায় জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে সমস্ত থানার আইসি, ওসির সঙ্গে কথা বলার সময় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ভক্তিনগর ও এনজেপি থানার পুলিশকর্তাদের কাছে ওই এলাকার জমি মাফিয়াচক্র প্রসঙ্গে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সেদিন তিনি পুলিশকর্তাদের বলেছিলেন, কোনোভাবেই যেন জমি মাফিয়াদের রেয়াত করা না হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত হাতিয়াডাঙ্গায় কমলা মণ্ডল নামে এক মহিলাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর বাসনপত্র বাইরে ছুড়ে ফেলে তাঁকে মারধর করা হয়। ওই ঘটনায় অভিযোগ ওঠে এলাকারই কিছু জমির দালালের বিরুদ্ধে। এই খবরও পৌঁছায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কিছু জমি মাফিয়া আছে, যারা সরকারি জমিও দখল করে, বেসরকারি জমিও দখল করে বিক্রি করে। ভাবে ওটা ওদের নিজেদের সম্পত্তি। এরা নিজেদের জন্য টাকা আয় করে। এই টাকা সরকারের না কোনো কাজে লাগে, না কোনো ভালো কাজে ওরা ব্যবহার করে। আমার দলের ওই টাকার দরকার নেই। এটা আমি আগেই বলে দিয়েছি।’ জমি মাফিয়াচক্রের বিরুদ্ধে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। একই সঙ্গে তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়, পুলিশের একাংশের ভূমিকায় তিনি মোটেও সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন, ‘কোনো কোনো জায়গায় পুলিশও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এটা আমরা বরদাস্ত করব না। কোথাও আবার বিএলএলআরও, ডিএলআরও এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।’ এ প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দার্জিলিংয়ের একটা ঘটনা আমি জানি। এসডিএলএলআরও নিজে কয়েকটি বেআইনি জায়গা অফিসিয়াল করে দিয়েছেন। ওনার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না, সে যেই হোক।’ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘কত টাকা প্রয়োজন হয় একজন লোকের? অসদুপায়ে রোজগার করব কেন? কী প্রয়োজন? অসদুপায়ে রোজগার করলে একদিন না একদিন ধরা পড়বেই। জলপাইগুড়ির একটি ঘটনা শুনেছি। আমরা তদন্ত করছি। দার্জিলিংয়ের একটি ঘটনারও তদন্ত হচ্ছে। আমরা ব্যবস্থা নেব।’

এবারের সফরে তিনি যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার জমি মাফিয়াদের সম্পর্কে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে এসেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি যখন বলেন, ‘শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির কাছাকাছি ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় কেউ কেউ এই কাজ করে,’ তখন উপস্থিত পুলিশ অফিসারদেরে অবাক হতে দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ আছে। হাতেনাতে ধরতে হবে ওইসব লোককে। তবে এরা বুঝবে, না হলে জীবনে বুঝবে না।’ এরপর মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন, তার মধ্যে গোটা রাজ্যের পুলিশ, প্রশাসন ও শাসক দলের কর্মীদের প্রতি স্পষ্ট বার্তা রয়েছে। যাঁদের সম্পর্কে অভিযোগ তাঁর কানে পৌঁছেছে অনেকটা যেন তাঁদের বার্তা দিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা এসব করে ঘরে ঢোকাচ্ছে। কিছু লোক আছে, ওইসব জমিতে ঘুঘুর বাসা বেঁধে বসে আছে, সেই ঘুঘুর বাসা ভেঙে দিতে নির্দেশ দিয়েছি।’

- কিছু জমি মাফিয়া আছে যারা সরকারি, বেসরকারি জমি দখল করে রয়েছে।
- আমার দলের অসদুপায়ে উপার্জন করা টাকার দরকার নেই, বলে দিয়েছি অনেক আগেই।
- কত টাকা প্রয়োজন হয় একজন লোকের?
- মাছ ভাত, মাংস ভাত কিংবা বিরিয়ানি খেতে কত টাকার প্রয়োজন হয়?
- অসদুপায়ে রোজগার করলে একদিন না একদিন ধরা পড়বেই।
- অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চকে আরও সক্রিয় করা হচ্ছে।
- হাতেনাতে ধরা পড়লে বুঝবে, না হলে জীবনে বুঝবে না।
- কিছু পুলিশ ও বিএলএলআরও, ডিএলআরওরা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।
- ঘুঘুর বাসা ভাঙতেই হবে।
- ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় জমির কারবার অনেকে করেন। পুলিশকে বলেছি ব্যবস্থা নিতে।

বুধবার আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক নিখিল নির্মলের জন্মদিনে কেক খাওয়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি ঃ সূত্রধর

‘জেলায় বাইরের লোক ঢুকছে, খোঁজ রাখেন’

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ বাইরে থেকে আলিপুরদুয়ারে লোক ঢুকলেও পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কর্তাদের কাছে জানতে চান, ‘আলিপুরদুয়ারে বাইরের লোক ঢুকছে বলে খবর আছে, কী করেন আপনারা ? আপনার এলাকায় বাইরের লোক ঢুকল কিনা নজর রাখেন? শিলিগুড়িতে কিছুদিন আগে চিনের নাগরিক ধরা পড়েছে। আধারকার্ডও নকল করছে অনেকে। এগুলো আপনারা নজর রাখবেন না?’ জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সব বিষয় হালকা করে দেখলে হবে না। অযাচিত লোক এলে তাঁকে এলাকায় থাকতে দেওয়াটা ঠিক নয়, মনে রাখবেন। অনেকে আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে চলে যায়। আমার দলের আশ্রয়ে কেউ গেলেও থাকতে দেবেন না।’ মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, ‘যাঁরা বাংলায় থাকেন, তাঁরা যেকোনো জায়গায় আসতে পারেন। কিন্তু বাংলার বাইরে থেকে এসে টাকাপয়সা নিয়ে বসে প্রথম প্রথম দশটা লোককে টাকা দিয়ে সাহায্য করল। তারপর ওই দশটা লোককে দিয়ে অন্যায় কাজ করাবে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। ‘আমি জানি না’ বললে কিন্তু আমি শুনব না। বিডিওদের নজর রাখতে হবে, আইসিদেরও নজর রাখতে হবে।’

বিডিওদের এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে মেলামেশা করার পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে এইসব বিষয়ে কিন্তু খবর পাওয়া যায়। *এরপর নয়ের পাতায়*

পাঁচ মিনিটে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেওয়ার পর গোলদাতা ট্রিপিয়েরকে নিয়ে উল্লাস হ্যারি কেনদের। –এএফপি

ক্রেতা সুরক্ষায় মামলার জন্য চালু হচ্ছে নয়া ব্যুরো

ভাস্কর শর্মা ● আলিপুরদুয়ার

১১ জুলাই ঃ ক্রেতাদের হয়ে বিনামূল্যে মামলা লড়তে শীঘ্রই চালু হচ্ছে কনজিউমার অ্যাসিস্ট্যান্স ব্যুরো (ক্যাব)। রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলা সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ক্যাব চালু হচ্ছে। যাঁরা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে বা ফোরামগুলিতে মামলা করবেন, তাঁদের একাংশ এই ব্যুরো থেকে সুবিধা পাবেন। বয়স্ক ব্যক্তি বা মহিলা, তপশিলি জাতি-উপজাতিভুক্তরা এই সুবিধা পাবেন। আলিপুরদুয়ার জেলায় ক্যাব চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে ফালাকাটা সংযোগ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ইতিমধ্যেই ক্যাব চালানোর জন্য জেলার প্রশাসনিক ভবন দুয়ার্সকন্যায় একটি ঘরও বরাদ্দ করেছে প্রশাসন। আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের উপসহঅধিকর্তা দেবাশিস মণ্ডল বলেন, ক্যাব চালানোর জন্য ইতিমধ্যেই ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কম্পিউটার, চেয়ার, টেবিল সহ যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি আছে। রাজ্যের নির্দেশ পেলেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ক্যাব চালানোর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে। ক্যাব চালানোর জন্য অনুদান পাবে ওই সংস্থা। রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর তাদের অনুদান দেবে। দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই প্রথম ক্রেতাদের হয়ে বিনামূল্যে মামলা লড়তে ক্যাব চালু হচ্ছে বলে বুধবার ফোনে জানিয়েছেন ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী সাধন পান্ডে। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনো ক্রেতা যদি মামলা লড়ার বিষয়ে সহায়তা চান, তবে তাঁর হয়ে ক্যাব মামলা লড়বে। ব্যুরো নিযুক্ত আইনজীবীরাই ক্রেতাদের হয়ে মামলা লড়বেন। এর জন্য আলাদা কোনো খরচ করতে হবে না ওই ক্রেতাকে। কিন্তু সব ক্রেতাকে এই সুবিধা দেবে না ক্যাব। *এরপর নয়ের পাতায়*

অপ্রাপ্তবয়স্কদের হাতে টোটো, ঝুঁকি বাড়ছে

সব্যসাচী ঘোষ

ফালাকাটা, ১১ জুলাই, ঃ আলিপুরদুয়ার জেলা শহর সহ ব্লক শহরগুলোতে স্বল্প দূরত্বের যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে এখন জনপ্রিয় বাহন টোটো। জনপ্রিয়তার কারণেই অনেকে ভ্যানরিকশা ছেড়ে এখন টোটো চালানো শুরু করেছেন। এর ফলে অপরিপক্ক চালকদের হাতে যাত্রী পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ ভার চলে আসায় যাত্রীদের নিরাপত্তা অসুরক্ষিত হয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন অনেকেই । শুধু তাই নয়, অপ্রাপ্তবয়স্ক অনূর্ধ্ব আঠারোর নাবালকরাও সংসারের হাল ধরতে বা হাতখরচ তুলতে রাস্তায় নেমে পড়েছে টোটোচালকের ভূমিকায়। বাইক, অটো বা ভ্যান চালানোর মতো টোটো চালানোর ক্ষেত্রে কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না বলে অবাধে এই অপ্রাপ্তবয়স্কদের টোটো নিয়ে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে শহরের অলিগলিতে। অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা টোটো কিনে দৈনিক ভাড়ার বিনিময়ে এই অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালকদের দিয়ে এই ব্যবসা রমরমিয়ে করে যাচ্ছেন। দৈনিক ২০০ থেকে ৩০০ টাকা টোটোর মালিকরা পাচ্ছেন আর ভাড়ার বাকি অংশ টোটোচালকরা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

গত এক বছরে জেলায় টোটো দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার বিশিষ্ট সমাজকর্মী রাতুল বিশ্বাস এ ব্যাপারে জানান, নাবালকদের দিয়ে টোটো চালানো অপরাধ। এতে ট্রাফিক আইনও লঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রশাসনের অবিলম্বে বিষয়টি দেখা উচিত এবং অন্য যানবাহনের মতো টোটোচালনাকেও লাইসেন্সের আওতায় আনা উচিত। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার ওপরও নৈতিক দায়িত্ব বর্তায় প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে টোটোচালনার কাজ থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সরিয়ে আনা। ফালাকাটার নাগরিক নারায়ণ দাস বলেন, ‘এ বছর টোটো ও বড়ো গাড়ির সংঘর্ষে ফালাকাটা মেইন রোডে দুটো প্রাণ চলে গিয়েছে। *এরপর নয়ের পাতায়*

চরণরেখা তব যে পথে...

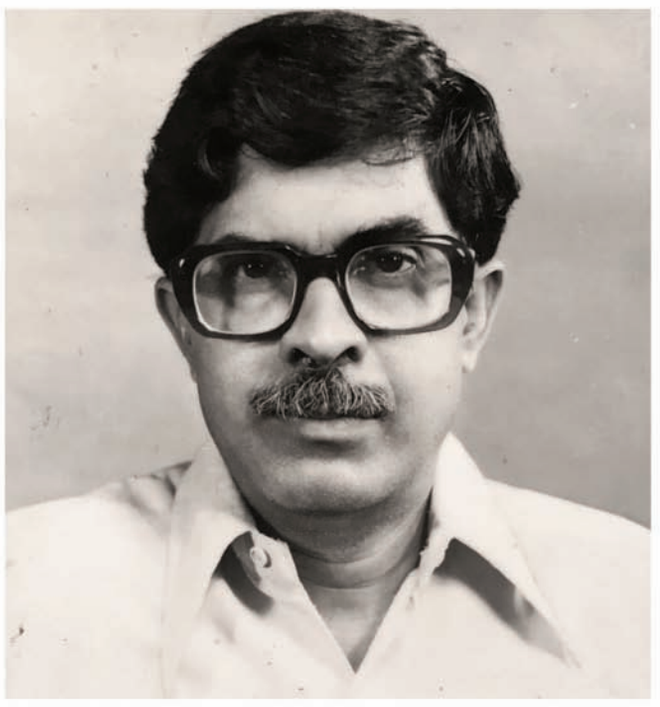

সুহাসচন্দ্র তালুকদার

১২ জুলাই ১৯৩৬

১ মার্চ ২০০৮

লক্ষ্যে অবিচল থেকে সেই পথেই আমাদের যাত্রা।

শুভ জন্মদিনে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদককে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

www.uttarbangasambad.com | 9735739677

উত্তরবঙ্গ সংবাদ, তথ্যকেন্দ্রর কর্মীবৃন্দ

ফাইনালের যোগ্য নয় ফ্রান্স, মত হ্যাজার্ডদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১১ জুলাই ঃ ম্যাচটা সবে শেষ হয়েছে। গ্যালারি থেকে ছোট্ট অ্যাড্রিয়ানা একছুটে বাবার কোলে। হারজিতের থোড়াই কেয়ার করে সে। তার কাছে নায়ক বাবাই। তাই কোলে উঠে বাবাকে চুমুতে ভরিয়ে দিতে দু-বার ভাবতে হয় না তাকে। আর মেয়েকে কোলে নিতেই হয়তো হারের কষ্ট অনেকটাই লাঘব কুর্তোয়ারও। নাই বা পাওয়া হল বিশ্বকাপটা, মেয়ের আদরটাও বা কম কীসের? আর শুধু তো মেয়েই নয়, গত রাতের পর তাঁদের জন্য সেন্ট পিটার্সবার্গের গ্যালারিই তো উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে ‘হার কর জিতনে ওয়ালেকো বাজিগর ক্যাহতে হ্যায়।’

আসলে ফুটবল জনতার কাছে রেড ডেভিলসরা হেরেও জিতেছেন। আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর বেলজিয়ামের ফুটবলাররা বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। গোলকিপার থিয়োবাউ কুর্তোয়া রীতিমতো তোপ দেগেছেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। তাঁর দলের অধিনায়ক হ্যাজার্ডও একইভাবে ফ্রান্সের খেলার স্টাইলের সমালোচনা করেছেন। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়ে বেলজিয়ামের গোলকিপার কুর্তোয়া বলে ফেলেছেন, ‘ফ্রান্স ফুটবলের কলঙ্ক। এর চেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে হারলে বেশি খুশি হতাম।’ ফ্রান্সের রণকৌশলকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেছেন, ‘ফ্রান্স কর্নার পেয়ে হেড থেকে গোল করেছে। বাকি সময় ডিফেন্স ছাড়া কিছু করেনি। ওদের স্ট্রাইকাররা নিজেদের গোলের থেকে ৩০ মিটারের মধ্যে খেলে। ফ্রান্স ফুটবল বিরোধী দল।’

রেড ডেভিলসদের মন্তব্যের প্রতিফলন গ্যালারিতেও। ম্যাচের পর যখন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিবাদন জানাচ্ছে গোটা গ্যালারি তখন লাল জার্সির বেলজিয়াম যেন সেভাবে তাতে সাড়া দিতে পারল না। হয়তো মনের কোণে বাসা বেঁধে থাকা ইচ্ছে আর আত্মবিশ্বাসটা বড্ড বেশি নাড়া দিয়েছিল সেই মুহূর্তে। শুধুই তো দর্শক অভিনন্দন নয়, তাদের যা প্রাপ্য ছিল তা শেষপর্যন্ত পাওয়া হয় না আর। আরও একবার খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে হ্যাজার্ড, ডি’ ব্রুয়েনদের। নজরকাড়া ফুটবল আর সাহসকে সঙ্গী করে ওঁরা যে উড়ানে চেপেছিলেন তা মাটিতে নেমে এল মঙ্গলবার রাতেই। এরপরেও কি আর মুখে হাসি থাকে? বিশ্বকাপ এমনই, কারোর যখন দু-হাত ভরে ওঠে প্রাপ্তিতে তখন কাউকে কাউকে চোখের জলে খালি হাতেই ফিরতে হয়। যেমন ফিরে গেল বেলজিয়াম।

রাতের বিমানে মস্কোয় ফেরার জন্য সেন্ট পিটার্সবার্গের পুলকোভা বিমানবন্দরে পা দিতেই নজরে পড়ল বাসটা। বেলজিয়াম লেখা ঝকঝকে বাস থেকে অবশ্য ফুটবলাররা নন, নামলেন তাঁদের স্ত্রী-বান্ধবীরা। কারণ তৃতীয় স্থানাধিকারীর ম্যাচ খেলতে কুর্তোয়া, ফেলাইনিদের রাশিয়ায় থেকে যেতে হচ্ছে। আর স্ত্রী-বান্ধবীরা এসেছিলেন সঙ্গীর জীবনের সবথেকে উজ্জ্বল দিনটায় পাশে থাকবেন বলে। সেমিফাইনালে হারের পর দ্রুত রাশিয়া ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও নিশ্চিতভাবেই বহুদিন ওঁরা মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে বাকিদের এই দিনটার গল্প বলবেন। কোচ রবার্তো মার্টিনেজও গর্বিত তাঁর ছেলেদের জন্য। তিনি মুখেও সেকথা বলে যান ম্যাচের শেষে, *এরপর নয়ের পাতায়*

ব্যভিচার অপরাধই, সুপ্রিমকোর্টকে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ স্বামী কাজ করেন উঁচু পদে। যথেষ্ট ক্ষমতাশালীই বলা চলে। বাড়িতে ফুটফুটে দুটি সন্তান। অবসর সময়ে কোলে থাকে কুকুরের বাচ্চা। বাড়ির সাজগোজ ছবির মতো। এর থেকে বেশি বিলাসী জীবন কোনো স্ত্রীই আশা করতে পারে না। কিন্তু বিলাসব্যসন কি সবসময় মনের চাহিদা মেটাতে পারে ? দিল্লির সেই মহিলা তাই প্রেমে পড়ে গেলেন ডিভোর্সী প্রতিবেশীর। আলাপ শুরু হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়, তারপর পর্দার আড়াল দিয়ে উঁকিঝুঁকি, অবশেষে স্বামী অফিস চলে যাওয়ার পর শারীরিক মিলনের পর্ব। কিন্তু বেশিদিন এমন চলল না। হঠাৎ একদিন প্রভাবশালী স্বামী নির্দিষ্ট সময়ের আগে অফিস থেকে ফিরে এলেন এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে স্ত্রীর প্রেমের সম্পর্কের সাক্ষী হয়ে গেলেন। আইন কিন্তু প্রতিবেশীকে শাস্তি দিলেও ওই মহিলা ছাড় পেয়ে গিয়েছেন। এরকম ঘটনাকে আমাদের সমাজ ব্যভিচার বলে চিহ্নিত করলেও এমন নজির যে অনেক সেকথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আইনের এই ধারার ধারণা নিয়েই জোশেফ সাইনের আপত্তি। তিনি মনে করেন, এই আইনে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতিফলন রয়েছে। কারণ, যেসব ঘটনাকে ব্যভিচার বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, সেই ঘটনায় জড়িত পুরুষকেই শুধু অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হয়। তার যুক্তি, সম্পর্কে জড়িত হওয়ার সময় নারী এবং পুরুষ, দুজনেরই সম্মতি থাকে। এমন যুক্তি দেখিয়ে তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার শীর্ষ আদালতে জানিয়ে দিয়েছে, ব্যভিচার নিয়ে আইনগত অবস্থান থেকে তারা একচুলও সরতে নারাজ। বরং আইনে যা বলা হয়েছে তা যেকোনো মূল্যে বজায় রাখার পক্ষপাতী কেন্দ্র। দেশের নাগরিকদের বড়ো অংশের মতো কেন্দ্রীয় সরকারও বিবাহকে একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠানের মতোই মনে করছে। বুধবার প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বাধীন সংবিধান বেঞ্চে জমা দেওয়া হলফনামায় মোদি সরকার বলেছে, ‘ব্যভিচার অপরাধই। আইনে পরিবর্তন আনার অর্থ ভারতীয় মূল্যবোধ এবং বৈবাহিক বন্ধনের পবিত্রতা নষ্ট হওয়া।’ তবে এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব সংবিধান বেঞ্চের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে কেন্দ্র।

জোশেফ সাইন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ (২) নম্বর ধারা সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারাটির সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই ধারায় পুরুষদের প্রতি বৈষম্য দেখানো হয়েছে যা সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি জেনে-বুঝে পরস্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক মিলনে লিপ্ত হন তাহলে সেই ব্যক্তির পাঁচবছরের কারাবাস এবং জরিমানা দুই-ই হবে। এই আইনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাজার বিধান থাকলেও বিবাহিত মহিলার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি দেওয়ার কথা বলা নেই।

জোশেফের বক্তব্য ছিল, শারীরিক মিলন যখন ঘটে তখন দু-পক্ষের সম্মতিতেই তা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে একপক্ষকে দায়বদ্ধতার বাইরে রাখা ঠিক হবে না। *এরপর নয়ের পাতায়*